দৈনিক
ইত্তেফাক

21 SEP 2008

কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

দেশের কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পাসের হার বৃদ্ধি এবং আসন সংকট বিবেচনা করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসন সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আসন সংখ্যা বাড়ানোর অনুরোধ জানালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় এখানো চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। অবকাঠামো সুবিধা আছে এমন বিভাগে ১০ ভাগ আসন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বাড়ানো হচ্ছে না। গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত ভর্তি কমিটির সভা থেকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন বৃদ্ধির বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। আগামী ১১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর শিক্ষার্থী ভর্তি এবং আসন বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগে আসন বাড়ানো হতে পারে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সিদ্ধান্ত হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা বাড়ানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বাড়ানোর বিষয় এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি ড.সাইফুদ্দিন শাহ বলেন, এবার আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়তো সম্ভব হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জানান, সার্বিক বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আসন সংখ্যা বাড়ানোর বিষয় অনুরোধ করেছি। অবকাঠামো সুবিধা বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমতি নিয়ে আসন সংখ্যা বাড়াতে পারে।

ঢাবিতে এবার কোন আসন বাড়ছে না ॥ ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচির আংশিক পরিবর্তন

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে কোন আসন সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না। বরং ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভর্তি কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় ভর্তি পরীক্ষার পূর্বে সময়সূচির কিছু পরিবর্তন করে নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে ৫৮টি বিভাগে মোট ৫ হাজার ৫২৩ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা (১৫শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবিতে এবার

(প্রথম পৃঃ পর)

হবে। এর মধ্যে বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত "ক" ইউনিটে ১২৯৩ জন, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত "খ" ইউনিটে ২৬৩৩ জন, বাণিজ্য অনুষদভুক্ত "গ" ইউনিটে ৮৮০ জন এবং বিভাগ পরিবর্তনকারী "ঘ" ইউনিটে ৭১৭ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হবে। এছাড়া আইবিএর বিবিএ কোর্সে ৭০ জন, আইইআরএর বিএড (সম্মান) কোর্সে ১৫০ জন এবং চারুকলা অনুষদে আরো ৮০ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হবে।

ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৪ নভেম্বর বাণিজ্য অনুষদভুক্ত 'গ' ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে এ বছরের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। ফরম বিতরণ হবে ১৯ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ক' ইউনিটের পরীক্ষা ২১ নভেম্বর, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'খ' ইউনিটের পরীক্ষা ১ ডিসেম্বর ও বিভাগ পরিবর্তনকারী 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি ফরম টিএসসির জনতা ব্যাংক শাখায়, কার্জন হল সংলগ্ন অগ্রণী ব্যাংক শাখায় 'ক' ইউনিটের এবং রেজিস্ট্রার ভবনে অবস্থিত সোনালী ব্যাংক শাখায় 'গ' ইউনিটের ফরম পাওয়া যাবে। এবারের ভর্তি পরীক্ষার ফরমের দাম গত বছরের চেয়ে ৫০ টাকা বাড়িয়ে ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।